দৈনিক ইনকিলাব

MAR. 10 2002

তারিখ ....
পৃঃ [illegible] কলাম [illegible]

ছাত্রদল নেতার ওপর বর্বরোচিত হামলার পক্ষকাল পরও কোন আসামী গ্রেফতার হয়নি

জিয়াউর রহমান বেলাল ঃ চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি উপজেলা ছাত্রদল নেতা মেধাবী ছাত্র আমিনুল ইসলাম সোহাগ-এর ওপর বর্বরোচিত হামলার প্রায় পক্ষকাল পরও পুলিশ কোন আসামী গ্রেফতার করতে পারেনি। গত ২৪ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৬টায় সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা আবদুস সোবহান-এর পুত্র সোহাগ তার অসুস্থ পিতা-মাতার জন্য ওষুধ নিয়ে শোরসাক বাজার থেকে নিজ গ্রাম রাগৈ ফেরার পথে বাগেরকোনা নামক স্থানে স্থানীয় আওয়ামী লীগ ক্যাডার চেড়িয়ারা গ্রামের আমিনুল ইসলাম পিতা নূরুল ইসলাম মাস্টার, সালে আহম্মেদ পিতা-আবুল খায়ের, রাগৈ গ্রামের নূরে আলম পিতা-সুলতান আহম্মদ, শাখাওয়াৎ হোসেন পিতা-নূরুল ইসলাম, জুয়েল পিতা মৃত- আবদুল মালেক এবং জসিমসহ ১০/১৫ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী অতর্কিতভাবে হামলা চালায়।

সন্ত্রাসীরা তাকে বেধড়ক পিটিয়ে রক্তাক্তভাবে গুরুতর আহত করে মৃত ভেবে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। মুমূর্ষু অবস্থায় সোহাগ জ্ঞান হারিয়ে পথে পড়ে থাকলে এলাকাবাসী তাকে উদ্ধার করে প্রথমে তার বাড়ীতে এবং পরে শাহরাস্তি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে তার অবস্থার অবনতি ঘটলে তাকে কুমিল্লা সেবা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে সে সেখানে মৃত্যুর সাথে লড়ছে।

এহেন নৃশংস ঘটনার খবর পেয়ে চাঁদপুরের জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। সোহাগকে তাৎক্ষণিক দেখতে শাহরাস্তি হাসপাতালে এলাকার কয়েক'শ লোক, শাহরাস্তি উপজেলা বিএনপি সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, যুবদল সাধারণ সম্পাদকসহ স্থানীয় যুবদল, ছাত্রদলের নেতা, কর্মী ও সমর্থকরা ভিড় জমায়। স্থানীয় এমপি এম এ মতিন ঘটনার খবর পেয়ে ঢাকা থেকে ছুটে এসে আহত সোহাগকে কুমিল্লা সেবা হাসপাতালে দেখতে যান এবং প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দেন।

গত ৫ ও ৬ মার্চ সরেজমিনে অনুসন্ধান করে জানা গেছে, দেশের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে এবং পরে মূলত শোরসাক বাজারে বেশ কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে নির্বাচনী প্রতিহিংসাপরায়ণতার জেরকে কেন্দ্র করে।

চিকিৎসক সূত্রে জানা যায়, গুরুতর আহত সোহাগের শরীরের বিভিন্ন স্থানে মোট ১৬টি সেলাই দেয়া হয়। তার শরীরে এক ইঞ্চি পরিমাণ জায়গাও বাকি নেই যেখানে আঘাত করা হয়নি। তার পায়ের হাড় সম্পূর্ণ গুঁড়ো করে দেয়া হয়। এমনকি মাথায় ও কানে উপর্যুপরি কোপানোর ফলে মাথা মারাত্মক জখমপ্রাপ্ত হয় এবং ১টি কান চিরতরে নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শেষ পর্যন্ত সে প্রাণে বেঁচে গেলেও পঙ্গুত্ব বরণ করার আশংকা রয়েছে। তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করতে হলে অবিলম্বে পঙ্গু হাসপাতালে প্রেরণ করা একান্ত প্রয়োজন। এ জন্য প্রচুর অর্থের দরকার।

সোহাগের আত্মীয়-স্বজন জানায়, দীর্ঘদিন যাবত সোহাগের অসুস্থ পিতা-মাতার চিকিৎসা ব্যয়ভার বহন করে গোটা পরিবারটি বর্তমানে আর্থিকভাবে সর্বস্বান্ত হয়ে আছে। এ অবস্থায় সোহাগকে বাঁচানোর মত আর্থিক ব্যয়ভার বহন করা পরিবারটির পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব নয়। ছাত্রদল নেতা মেধাবী ছাত্র সোহাগকে পঙ্গুত্ব থেকে রক্ষা করতে তথা বাঁচাতে তার আত্মীয়-স্বজনরা প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সুদৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক কার্যকরী আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

ঘটনার পর পর এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়। বর্তমানে সন্ধ্যার পর এলাকায় পুলিশী টহল জোরদার করা হয়েছে। এহেন জঘন্য হামলার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দিয়ে শাহরাস্তি থানায় একটি মামলা দায়ের করা হলেও এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পুলিশ কোন আসামীকেই গ্রেফতার করার কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি।

একটি স্বার্থান্বেষী মহল মূল ঘটনাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠার জোর অভিযোগ পাওয়া গেছে। এদের কেউ কেউ মূল ঘটনাটিকে বিকৃত করে কথিত প্রচারের মাধ্যমে বিশেষ রাজনৈতিক ফায়দা নেয়ার নানা অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। এমনকি ওই স্বার্থান্বেষী চক্রটি মূল ঘটনাটিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রূপ দেয়ারও [illegible]